জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ দ্বারা গঠিত সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান)
গুলফেশাঁ প্লাজা, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক, মগবাজার ঢাকা-১২১৭
চেয়ারম্যান # ৯৩৩৫৫১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য # ৯৩৩৬৩৬৯, সচিব # ৯৩৩৬৮৬৩
ফ্যাক্স # ৮৩৩৩২১৯, ই-মেইল: nhrc.bd@gmail.com

১৭ ডিসেম্বর, ২০১৩

দেশের সাম্প্রতিক মানবাধিকার পরিস্থিতিতে
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গভীর উদ্বেগ

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণহানি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, জনজীবনে চরম ভোগান্তি ও আতংক সৃষ্টি হওয়ায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কমিশন লক্ষ্য করছে, এ রাজনৈতিক সহিংসতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। কমিশন মনে করে, এ রাজনৈতিক সহিংসতা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ সংকট উত্তরণে কার্যকর সমাধান বের করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছে।

রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও অর্থনীতি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। দিনের পর দিন শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় মানুষের জীবনজীবিকার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে; যা দেশকে চরম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কমিশন মনে করে, যতদ্রুত সম্ভব একটি অর্থবহ সংলাপের মাধ্যমে এ রাজনৈতিক অচলাবস্থার সমাধান বের করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধীদল উভয় পক্ষকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

কমিশন লক্ষ্য করছে, হরতাল ও অবরোধের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রেলওয়ের অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে আমাদের জাতীয় সম্পদ। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, আইন শৃংখলা বাহিনী ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে এ বিপর্যয় থেকে রেলওয়েকে বাঁচাতে হবে। শুধু তাই নয়, রাস্তার পাশের সরকারি গাছ কেটে, রাস্তা খুঁড়ে, বাসে, ট্রাকে ও লঞ্চ আগুন দিয়ে ও পেট্রোল বোমা মেরে জনগণের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, জনমনে তৈরি করা হয়েছে আতঙ্ক, এ অবস্থা মানবাধিকারের জন্য অশনি সংকেত।

কমিশন লক্ষ্য করছে, অবরোধ বা হরতাল চলাকালে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আক্রমণ, তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুরের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে যা পারস্পরিক সহ-অবস্থানকে আরও সংকটাপন্ন করে তুলেছে। রাজনৈতিক সহিসংতার ফলে সমাজের সর্বস্তরে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এ সহিংসতা এখনই বন্ধ করা না গেলে তা নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

হরতালের কারণে মূলত দেশের দরিদ্র, শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু তাই নয় অনেক পরিবহণ শ্রমিক, চাকরিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, সাধারণ মানুষ, নারী ও শিশু হরতালের কারণে আহত ও নিহত হয়েছেন। মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিরিহ মানুষদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। কমিশন, সহিংসতার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচি অন্বেষণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করছে।

ঘনঘন হরতাল ও অবরোধের কারণে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম আজ হুমকির মুখে। আমরা দেখেছি, হরতাল ও অবরোধের কারণে শিক্ষার্থীদের বার্ষিক সমাপনী পরীক্ষা যথাযথ সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না । ফলে শিক্ষার্থীদের অপরিমেয় ক্ষতি হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে কমিশন সব রাজনৈতিক দলের কাছে দায়িত্বশীল ভূমিকা আশা করে।

কমিশন লক্ষ্য করছে, হরতাল ও অবরোধের সময়ে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আক্রমণ ও সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলকে আইন নিজ হাতে না তুলে নেয়ার জন্য এবং সকল পক্ষকে আরও সহনশীল ও ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ করছে।

উল্লেখ্য, মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামাত নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসির আদেশ কার্যকর হওয়ার পর এ সহিংসতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর এ কয়েকদিনে ২৫ জন নিহত হয়েছেন। ফাঁসি কার্যকর করার পর দেশের বিভিন্ন অংশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করা হয়েছে। এ ধরনের সহিংসতা অনাকাংখিত ও কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সকল আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই এ ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

পরিশেষে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর পক্ষ থেকে সকল রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদের প্রতি উদ্বাত্ত আহবান- আসুন, অসুস্থ রাজনীতি পরিহার করি। অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পথে এগিয়ে যাই। জনগণের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট সমাধান করি।

আসুন, মানবাধিকার সুরক্ষা করি। জাতীয় সংহতি সমুন্নত রাখি।

	অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	
সেলিনা হোসেন সম্মানিত সদস্য		কাজী রিয়াজুল হক সার্বক্ষণিক সদস্য,
আরমা দত্ত সম্মানিত সদস্য		মাহফুজা খানম সম্মানিত সদস্য
ফাওজিয়া করিম ফিরোজ		নিরুপা দেওয়ান

সম্মানিত সদস		সম্মানিত সদস্য